দৈনিক খবর

তারিখ 17 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

02

সন্ত্রাসের কালোছায়া

জামায়াতের ছাত্রফ্রন্ট ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলায় ক্ষত-বিক্ষত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির পর শিবির এবার সন্ত্রাসের কালোছায়া বিস্তার করেছে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ওপর।

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো খবরসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিবিরের সন্ত্রাসী চক্র আগের চেয়ে আরো মারমুখী হয়ে উঠে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে হামলা চালিয়েছে। গত ১৪ই জানুয়ারী সকালে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা কম্যান্ডো কায়দায় ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্র সংসদ কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। তারা একজন সাংবাদিককেও চাইনীজ কুড়াল দিয়ে মাথায় কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। ছাত্র সংসদ কার্যালয়ের টিভি সেট ও বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ অন্যান্য জিনিসপত্র ভাংচুর করা ছাড়াও শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়ে অবস্থিত দু'টি দোকানে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও ভাংচুর করে। শিবিরের কর্মীরা লাঠি, লোহার রড, হকিস্টিক, চেইন, কিরিচ, চাইনীজ কুড়াল ও রামদাসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল বলে রিপোর্টে প্রকাশ।

রিপোর্ট সূত্রে আরো জানা যায় যে, ঘটনার সময় মাত্র দশ গজের মধ্যে এক ভ্যান ভর্তি পুলিশ ছিল; কিন্তু তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ছাত্র শিবিরের মিছিল অস্ত্র উঁচিয়ে শহরের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের ভ্যান মিছিলের পেছনে অনুসরণ করে কার্যতঃ শিবিরের জঙ্গী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বলে এক সহযোগী দৈনিকের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

ঘটনা পরম্পরায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জামায়াত ও তার অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা আজ বিকট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের দরুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো ক্লাস হচ্ছে না। প্রশাসনিক ভবনের কাজকর্মও বন্ধ রয়েছে। ভিসিকেও শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা আটক করে রেখেছিল। প্রশাসনের চোখের ওপর এসব সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু এই দুষ্টচক্রকে উৎখাত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা সরকার নেয়নি। উল্টো শিবিরের দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে ভিসিকেই অপসারণ করা হলো। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, জামায়াত ও তার অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতার সামনে বর্তমান সরকারের নতজানু নীতির জন্যই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। সরকারের এ দুর্বল নীতি শিবিরের স্পর্ধা বৃদ্ধি করতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ঘটনায় এ সন্দেহ আরো জোরদার হলো যে, মৌলবাদী জামায়াতের সাথে ক্ষমতাসীন বিএনপি'র গোপন আঁতাত আছে বলেই শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা আজ এতটা সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারছে।

জামায়াত-শিবিরের বর্তমান সন্ত্রাসী তৎপরতা একাত্তরে তাদের স্বাধীনতাবিরোধী জঘন্য ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের মানুষ কখনও ভুলে যাবে না যে, জামায়াত একাত্তরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর গণহত্যায় দোসর ছিল। জামায়াতের সক্রিয় সহযোগিতায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী একাত্তরে বাংলাদেশে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা চালিয়ে ত্রিশ লাখ বাঙ্গালীকে হত্যা করেছিল। সেই স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির চক্র আজ আবার নতুনভাবে মাথা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। পবিত্র ধর্মের বুলি মুখে করে আবারও তারা আসরে নেমেছে। কিন্তু যতই ধর্মের বুলি কপচাক না কেন, জামায়াত-শিবিরের স্বাধীনতাবিরোধী জঘন্য ভূমিকার কথা এ দেশের মানুষ কখনও ভুলে যাবে না। জামায়াত নেতাদের হাতের রক্তের দাগও কখনও মুছবে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের অব্যাহত সহিংসতার মধ্যদিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জামায়াতীরা বাংলাদেশকে আরো একটি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে। জামায়াত-শিবিরের সুদূরপ্রসারী সন্ত্রাসী পরিকল্পনা এবং অশুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাই সময় থাকতেই সাবধান হতে হবে। জামায়াতের ব্যাপারে বিএনপি সরকারের নতজানু নীতির জন্যই শিবিরের সন্ত্রাস বেড়ে চলেছে বটে; কিন্তু তাই বলে দেশপ্রেমিক জনগণ নীরব দর্শকের মত চুপ করে বসে থাকতে পারে না। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সন্ত্রাসী শক্তিকে নির্মূল করে গণতন্ত্র ও প্রগতির পথে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তি একাত্তরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবশ্যই তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে।